160647 - নামাযে কিবলা থেকে দৃষ্টি ফিরোনোর প্রকারসমূহ

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই— নামাযে কিবলা থেকে দৃষ্টি ফিরোনো কি বিদাত; নাকি এটা নামাযকে বাতিল করে দেয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নামাযে কিবলা থেকে মুখ ফিরোনো কয়েক প্রকার:

১- বুক দিয়ে ফিরে তাকানো। তথা মুসল্লী তার বুককে কিবলার দিকে ফিরিয়ে ফেলো। এভাবে ফিরলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ কিবলামুখী থাকা নামায বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত।

আরো জানতে দেখুন (65853) নং প্রশ্নের উত্তর।

২- মাথা বা চোখ দিয়ে ফিরে তাকানো; তবে শরীরকে কিবলামুখী রেখে। এভাবে তাকানো মাকরূহ। তবে যদি কোনো মুসলিম প্রয়োজনে এমনটা করে, তাহলে বেঁধে। প্রয়োজন ছাড়া করলে নামাযের নেকী কমে যাবে। তবে নামায সঠিক হবে; বাতিল হয়ে যাবে না।

আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা (২৭/১০৯)-তে এসেছে: "নামাযে ডানি দিকে তাকানো মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। কারণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডানি দিকে তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায থেকে অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নেয়।"[বুখারী (৭৫১)] অপছন্দনীয় তথা মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি প্রয়োজন কিংবা ওজর না থাকার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যদি প্রয়োজন থাকে; যেমন: নিজের জীবন বা সম্পদের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকলে মাকরূহ হবে না।"[সমাপ্ত]

'ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দাইমাহ' (৭/২৭)-তে এসেছে: "নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরূহ। এটি নামাযের নেকী কমিয়ে দেয়। তবে কেউ যদি নামাযে এদিক-সেদিক তাকায় তাহলে তার জন্য নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়। কারণ অন্যান্য হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রয়োজন পড়লে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা বৈধ। সুতরাং জানা গেল যে এতে করে নামায বাতিল হবে না।"[সমাপ্ত]

অনকে হাদীসে প্রয়োজন থাকলে নামাযে এদকি-ওদকি তাকানোর বধৈতার কথা বলা হয়ছে। তন্মধ্যে একটা হল মুসলমি বর্ণতি (৪৩১) হাদীস, জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হওয়ার পর আমরা তার পছেনে নামায পড়লাম। তনিি তখন বসে নামায পড়ছলিনে। আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আনহু লোকদরেকে তার তাকবীর জোরে শুনয়িে দচ্ছিলিনে। তনিি আমাদরে দকিে তাকয়িে আমাদরেকে দাঁড়ানো অবস্থায় দখেতে পলেনে। তখন তনিি আমাদরেকে ইশারা করলে আমরা বসে গলোম। আমরাও তার সাথে বসে নামায পড়লাম।"

আবু দাউদ (৯১৬) বর্ণনা করনে, সাহল ইবনুল হানযালয়িযা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: "একবার ফজররে নামাযরে ইকামত দওেয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শুরু করলনে। নামাযরত অবস্থায় তনিি গরিপিথরে দকিে তাকয়িে ছলিনে।" আবু দাউদ বলনে: "তনিি গরিপিথ পাহারা দওেয়ার জন্য রাতে এক অশ্বারোহীকে সখোনে পাঠয়িছেলিনে।" [শাইখ আলবানী হাদীসটকিে 'সহীহ আবু দাউদ' বইয়ে সহীহ বলছেনে]

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "ওয়াসওয়াসার কারণে বতিাড়তি শয়তান থকেে আশ্রয় লাভরে জন্য নামাযে কোনো দকিে ফরিে তাকাতে সমস্যা নইে। বরং খুব প্রয়োজন হলে শুধু মাথা দয়িে ফরিে তাকানো মুস্তাহাব।"[সমাপ্ত][মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায (১১/১৩০)]

৩- তৃতীয় আরকে প্রকার তাকানো আছ; সটো হল নামাযে অন্তর দয়িে কোন কছিু চন্তিা করায় ব্যস্ত হয়ে পড়া; নামাযে মনোযোগ না দওেয়া।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "জনেে রাখুন, ফরিে তাকানো দুই ধরনরে:

১- ইন্দ্রয়িগত দৃষ্টি ফরিানো। এটা হলো মাথা ফরিানো।

২- অন্তর্দৃষ্টি ফরিানো। এটা হল মনরে ভতের আসা নানান ভাবনা ও সংশয়ে ডুবে যাওয়া। এটা থকেে কউে বাঁচতে পারে না। এর নরিাময় কী যে কঠনি! খুব কম মানুষই এর থকেে নরিাপদ! এটা নামাযরে সওয়াব হ্রাস কর। হায়! এটা যদি আংশকি হত! কন্তিু এটা নামাযরে শুরু থকেে শষে পর্যন্ত চলতে থাক। এটাকে এক ধরনরে ছনিতাই বলা সাজ। শয়তান বান্দার নামাযরে কছিু ছনিতাই করে নয়িে যায়।"[সমাপ্ত][আশ-শারহুল মুমতি (৩/৭০)]

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।